৭ই মার্চের ভাষণে মানুষের আকাংখা প্রতিধ্বনিত হয়েছে- শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৭

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব মানব সভ্যতার ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এ ভাষণ এখন শুধু আর বাঙালী জাতির একার নয়। সারা পৃথিবীর মানুষের। পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষেরা এ বক্তৃতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

শিক্ষামন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো'র 'মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে' অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের' স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জন উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এদেশের মানুষের হাজার বছরের আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছে এ ভাষণে। এ বক্তৃতার দিক নির্দেশনা নানাভাবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই আহবানে সবাই মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তিনি বলেন, ইউনেস্কো'র মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ অন্তর্ভূক্ত হওয়া একটি অনন্য ঘটনা। ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টার ফলেই এ অর্জন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, ভুমিকা এবং দিকনির্দেশনায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারন-উর-রশিদ, কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো'র ইন্টান্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্তির প্রেক্ষাপট' শীর্ষক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা পেশ করেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সচিব মো. মনজুর হোসেন। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

উল্লেখ্য, এবছরের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কোর ৩৯তম সাধারণ সম্মেলন চলাকালে বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো'র ইন্টান্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত হয়।